তারিখ 15 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সমকাল

# পিএসসি পরীক্ষার্থী ৬৫ বছরের বাছিরন

মেহেরপুরে সহপাঠীর সঙ্গে বই পড়ছেন বাছিরন নেছা ■ সমকাল

■ ফারুক হোসেন, *মেহেরপুর*

মাথাভর্তি সাদা চুল। বয়স ৬৫ বছর। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে দেহ। চোখে দেখতেও কষ্ট হয়। তবুও লেখাপড়ার অদম্য বাসনা নিয়ে প্রতিদিনই বিদ্যালয়ে ছুটছেন মেহেরপুরের বাছিরন নেছা। বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে মেঠোপথ পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হয় তাকে। তারপরও ক্লান্তি নেই তার। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন জ্ঞান চর্চা। আগামী ২০ নভেম্বর পিএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবেন তিনি। বয়স যে লেখাপড়ার জন্য কোনো বাধা নয়, তারই প্রমাণ রেখে চলেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া গ্রামের মৃত রহিল উদ্দীনের স্ত্রী বাছিরন নেছা। ২০ বছর বয়স থেকেই লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক তার। কিন্তু সংসারের কাজ ফেলে সময় করে উঠতে পারেননি তিনি। সে সময় নাতনিদের বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতেন। নাতিদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে পড়ালেখা শিখতেন। নাতি-নাতনিরা প্রাথমিক ছেড়ে উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজে গেলে সময় আসে তার। যোগাযোগ করেন হোগলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে। শিক্ষকরাও অনুপ্রাণিত করেন তাকে। তাদের পরামর্শে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। এবার তিনি পিএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবেন। সকাল হলেই বই হাতে করে প্রতিদিন তিনি ছুটে যান বাড়ি থেকে কয়েকশ' গজ দূরে ১২ বছরের মেয়ে জুলেখার বাড়িতে। সহপাঠীর কাছেই পড়েন তিনি। সেখানে কয়েক ঘণ্টা পড়ালেখা করে ফিরে আসেন বাড়িতে। বাড়ির কাজকর্ম শেষ করে সহপাঠীর সঙ্গে রওনা দেন বিদ্যালয়ে। বাছিরন নেছা জানান, ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল পড়ালেখার। কিন্তু অভাব-অনটন আর অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে সংসারের হাল ধরতে হয়। ফলে পড়ালেখার সুযোগ হয়নি।